বাইবেলের সত্যতা খুঁজতে

চতুর্থ খণ্ড

বাইবেলের সত্যতা খুঁজতে

(পাঠ ৯, ১০ ও ১১)

বিষয় সূচী

পাঠ ৯ বাইবেলে বর্ণিত শয়তান

পাঠ ১০ বাপ্তিস্ম

পাঠ ১১ নতুন জীবন

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

Searching For Bible Truth
Correspondence Course
(Part 4 - Lessons 9, 10 & 11)

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)

Revised Second Edition printed November 2005

পাঠ - ৯
বাইবেলে বর্ণিত শয়তান

বাইবেল পাঠ ঃ
যাকোব ১ অধ্যায়

শয়তান বা **দিয়াবল** - এটা কি কোন অতিপ্রাকৃতিক বস্তু বা সত্ত্বা, নাকি শুধু মানুষ ?

উত্তর দেবার আগে আমাদের যা বলতে হবে এ বিষয়ে পড়ে নিন।

অনেকে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বা সত্ত্বায় বিশ্বাস করেন, যা মূলতঃ শয়তান নিয়ন্ত্রণ এবং মন্দ কাজ করবার জন্য অন্যকেও উৎসাহিত করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মণ্ডলীগুলো শিক্ষা দিয়ে আসছে যে নরকের অস্তিত্ব রয়েছে যেটি শয়তান কর্তৃক পরিচালিত হয়, যেখানে শয়তান জলন্ত আগুনে মানুষকে অত্যাচার ও যন্ত্রণা প্রদান করে আনন্দিত হয়। ইভানজেলিক্যাল বা প্রচারবাদী প্রচারকরা মানুষের মধ্যে এই ভয় ঢুকিয়ে দেবার মাধ্যমে শিক্ষা দান করে যে আপনি তাদেরকে গ্রহণ ও তাদের শিক্ষা অনুসরণ না করলে ঐ রকমভাবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবেন!

আসলে কি বাইবেল সেই শিক্ষা দেয় ? উত্তর হচ্ছে, **না**। কেন না, তা আমরা এখন আপনাকে দেখাবো।

পুরাতন নিয়ম লেখা হয়েছিল ইব্রীয় বা হিব্রু ভাষায় এবং নূতন নিয়ম গ্রীক ভাষায়। অনুবাদে সঠিক শব্দটি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুবাদকের বেশ সমস্যা ছিল এবং যেসব শব্দ মূল লেখায় ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি আসলে কি অর্থ প্রকাশ করে তার চেয়ে বরং অনুবাদকরা মূল শব্দের মৌলিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন বেশি।

'দিয়াবল' শব্দটি পুরাতন নিয়মে দেখা যায়নি একবারও। শব্দটির বহুবচনের শব্দরূপ মাত্র চারবার দেখা যায়। শব্দগুলির প্রতিটির প্রয়োগ সম্পর্কে এখন আমরা একটু দেখব।

লেবীয় পুস্তক ১৭:৭ পদ বলে, "তাহাতে তাহারা যে **ছাগদের** [ইংরাজী বাইবেলে (KJV) 'ডেভিল্‌স'] অনুগমনে ব্যভিচার করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে আর বলিদান করিবে না। ইহা তাহাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি হইবে"। এখানে হিব্রু ভাষায় 'সাইর্'-এর অর্থ লোমশ পশু, পশুর শাবক, ছাগল।

২য় বংশাবলি ১১:১৫ পদে বলা হয়েছে, "আর তিনি উচ্চস্থলী সকলের, **ছাগদের** ও আপনার নির্মিত গোবৎসদ্বয়ের জন্য আপনি যাজকগণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন"। আবার এখানেও একই হিব্রু শব্দ 'সাইর্'-এর ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে নিকৃষ্ট দেবদেবী সম্পর্কে যে কথা লেখা হয়েছে, তা আসলে স্থানীয় কনানদেশের সাধারণ লোকেরা ছাগল ধরনের এক পশুকে পূজা করত। গ্রীক রূপকথায় এই একই পশুকে বলা হত 'প্যান'।

আর একটি হিব্রু শব্দ 'শেড' যার অর্থ নষ্টকারী বা ধ্বংসকারী, যা নিম্নোক্ত দুটি উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১৭ পদ বলে, "তাহারা বলিদান করিল ভূতগণের [ইংরাজীতে 'ডেভিল্স' অর্থাৎ 'দিয়াবলগণ'] উদ্দেশ্যে, যাহারা ঈশ্বর নয়, দেবগণের উদ্দেশ্যে, যাহাদিগকে তাহারা জানিত না, নূতন, নবজাত দেবগণের উদ্দেশ্যে যাহাদিগকে তোমাদের পিতৃগণ ভয় করিত না"। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এখানে কোন অতিপ্রাকৃতিক শয়তান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়নি।

গীতসংহিতা ১০৬:৩৭-৩৮ পদে আছে, "ফলে তাহারা আপনাদের পুত্রদিগকে, আর আপনাদের কন্যাদিগকে ভূতদের [ইংরাজীতে 'ডেভিল্স' অর্থাৎ 'দিয়াবলগণ'] উদ্দেশ্যে বলিদান করিল; তাহারা নির্দোষদের রক্তপাত, স্ব স্ব পুত্র-কন্যাদেরই রক্তপাত করিল, কনানীয় প্রতিমাগণের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বলিদান করিল; দেশ রক্তে অশুদ্ধ হইল"।

আবারও এই উদ্বৃতিগুলো থেকে সে দেশীয় দেবদেবীর কথা পাওয়া যাচ্ছে। পুরাতন নিয়মের এ সব স্থানে আদি পিতৃপুরুষ, যেমন আদম, শেথ, নোহ অথবা ইস্রায়েলীয় সন্তান যাদের কাছে ঈশ্বর মোশীর মাধ্যমে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তাদেরকে তিনি সেইসব অতিপ্রাকৃতিক শয়তানদের থেকে দূরে থাকবার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যারা ইস্রায়েল সন্তানদের ঈশ্বরের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত। এধরনের কোন দুরাত্মা বা অপশক্তি থাকবে ঈশ্বর সবসময় তার লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। যাত্রাপুস্তক ২০:১-১৭ পদে উল্লেখিত দশ আজ্ঞায় ঈশ্বর ইস্রায়েলীয় সন্তানদের বলছেন তাদের জীবনের ব্যবহারিক আচরণ কেমন হবে, তাদের নিজেদের জীবনে দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে দশ আজ্ঞায় বলেছেন, যেমন, চুরি করিও না।

অনেকে হয়ত বলবেন, যিশাইয় ১৪:১২ পদে বর্ণিত 'লুসিফার' [অর্থাৎ 'প্রভাতি-তারা'] ও যিহিষ্কেল ২৮:১৪ পদের "অভিষিক্ত আচ্ছাদক করূব" সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি? আপনার বাইবেল থেকে যিশাইয় ১৪ অধ্যায়টি খুলুন ও গোটা অধ্যায়টি পড়ুন। ৪ পদ পরিষ্কারভাবে বলে যে বাবিল রাজার পরবর্তীতে কি

হয়েছিল। এটি আসলে একটি ভাববাণী ও একটি কবিতা, যেটি বাবিলীয় সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে। মাদিয়রা বাবিল জয় করার মধ্যে দিয়ে এই ভাববাণীর পূর্ণতা আসে। বাবিল একসময় প্রচন্ড ধনী ও সম্পদশালী নগরী ছিল। ১২ পদে উল্লেখিত 'প্রভাতী তারা', যে তারা অতি উজ্জ্বল। প্রাচীন জাতিগুলো জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাস করত এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা নিজেদেরকে স্বর্গে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র হিসাবে প্রতিকী চিন্তা করত। মূলতঃ এই শাস্ত্রাংশটির অর্থ হচ্ছে, এই অতিপ্রাকৃতিক শয়তান আমাদের কিছুই করতে পারে না।

যিহিষ্কেল ২৮:১৪ পদে সোর দেশ সম্পর্কে ভাববাণীর অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ভাববাণীর যিহিষ্কেল ২৬:১ থেকে ২৮:২৬ পদে করা হয়েছে। এখানে সাগর বুকের সমৃদ্ধশালী জাতির কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল ফৈনিকীয় ব্যবসায়ীরা। আপনি এ ব্যাপারে সন্দেহান হলে অধ্যায় ৩টি পড়ে ফেলুন এবং লক্ষ্য করবেন সেগুলি কেমন কাব্যিক ভাষায় লেখা হয়েছে। বিশেষভাবে ২৮:১২ পদে ঈশ্বর বলেছেন, "হে মনুষ্য-সন্তান, তুমি সোরের রাজার জন্য বিলাপ কর..."; ১৩ পদে বলা হয়েছে "...তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এদনে ছিলে..."; ১৪ পদে বলে, "তুমি অভিষিক্ত আচ্ছাদক করূব ছিলে..."। এ সব পদে এ কথা বোঝানো হয়নি যে, এদন উদ্যানে অতিপ্রাকৃতিক কোন শয়তান ছিল । এখানে বরং তারা সোরের রাজার মহিমা গৌরব ও সমৃদ্ধির কথাই প্রকাশ করেছেন। যিনি এই ছোট অথচ ক্ষমতাধর ও ধনশালী সমুদ্র বন্দরের প্রতিনিধি স্বরূপ । আবারও আমরা দেখেছি অতিপ্রাকৃতিক বা অপশক্তি বলতে কিছুই নাই।

সুতরাং 'দিয়াবল' সম্পর্কিত মাত্র এই চারটি উদ্ধৃতিগুলোতে এমন কোন কারণ নাই যার দ্বারা শয়তানকে কোন অতিপ্রাকৃতিক ব্যক্তি হিসাবে বিশ্বাস করা যায় । যিশাইয় ও যিহিষ্কেল পুস্তকের সারাংশগুলিতে শয়তানের এই ধরনের উদাহরণ দেখা যাবে না ।

লোকেরা কি বলে তা বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আপনার নিজের বাইবেল খুলে পড়ুন যে ঈশ্বর আপনাকে কি বলেতে চান ।

এবার আমরা নূতন নিয়ম দেখব, আদি বা মূল গ্রীক থেকে আমরা 'দিয়াবল' সর্ম্পকে দুটি শব্দ দেখব (এখানে লক্ষ্যণীয় যে নূতন নিয়ম প্রথমে গ্রীক ভাষায় লেখা হয়)। প্রথম শব্দটি হচ্ছে "ডায়াবলোস" গ্রীক এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে "অনধিকার অনুপ্রবেশকারী" আর এটি অভিশপ্ত ও কলঙ্ক অর্থে । এই ডায়াবলোস শব্দটি মোট ৩৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে । সাধারণত ইংরেজীতে এই শব্দটিকে 'ডেভিল' বা দিয়াবল হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে । তবে সব সময় না । আমরা এর কয়েকটি উল্লেখ করব ।

তীত ২:৩ পদে আমরা দেখি, "সেইরূপে প্রাচীনাদিগকে বল, যেন তাহারা আচার ব্যবহারে ভয়শীলা হন, **অপবাদিকা** কি সুরার দাসী না হন, সুশিক্ষাদায়িনী হন"। এখানে 'অপবাদিকা' শব্দের ক্ষেত্রে গ্রীক 'ডায়াবলেস' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। একই বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে ২য় তীমথিয় ৩:৩ পদে এটি আপনার পড়ে ফেলা উচিত। কিন্তু ২য় তীমথিয় ২:২৫-২৬ পদে একই গ্রীক শব্দ একজন অপ্রাকৃতিক ব্যক্তি হিসাবে দিয়াবল হিসাবে দেখানো হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে "যেন তাহারা সত্যের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা ইচ্ছা সাধনের নিমিত্ত প্রভুর দাসের দ্বারা দিয়াবলের ফাঁদ হইতে জীবনার্থে ধৃত হইয়া চেতনা পাইয়া বাঁচে"। লক্ষ্য করুন, যেসব লোকেরা বাইবেল অনুবাদ করেছেন, তারা আগেই শয়তানকে অতিপ্রাকৃতিক ব্যক্তি হিসাবে বিশ্বাস করেছেন ও সেইভাবেই অনুবাদ করেছেন। এখানে ধারণাটা এমন, ২য় তীমথিয় ২:২৬ পদে এই মত প্রকাশ করা হয়েছে যে ঐ সময়ে শাসকরা খ্রীষ্টিয়ানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিচ্ছে, মিথ্যা দোষারোপ করছে ও তাদেরকে কারাগারে বন্দি করছে। এই অধ্যায়ের ২৪ পদটি পড়লে আপনি দেখবেন এই প্রসঙ্গেই পদটি লেখা।

তবে মাত্র কয়েকটি পদ পরে ২য় তীমথিয় ৩:৩ পদে একই গ্রীক শব্দ 'ডায়াবলোস' শব্দটির সঠিক অনুবাদ করা হয়েছে "অপবাদক", অর্থাৎ 'মিথ্যা দুর্ভাগা'। এইভাবেই গ্রীক শব্দটি অনুবাদ করা উচিত হয়েছে অথবা এরকমই কোন অর্থে অনুবাদ করা উচিত এবং তাহলেই আমরা শব্দটির সঠিক ধারণা পেতে পারি।

যেসব জায়গায় 'ডায়াবলোস' শব্দটির 'দিয়াবল' অনুবাদ করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল। শব্দগুলো দয়া করে পড়ুন এবং যখন সেই দিয়াবল শব্দগুলির বিকল্প 'মিথ্যা অপবাদকারী' অর্থে দেখবেন তখনই সেগুলির প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে।

- যোহন ৬:৭০; প্রেরিত ১০:৩৮; ইফিষীয় ৪:২৭; ১ম পিতর ৫:৮; যাকোব ৪:৭

এখনই হয়ত এগুলি বুঝতে অসুবিধা হবে, তবে এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করুন, পরে বুঝতে পারবেন এগুলি সঠিক। ডায়াবলোস সবসময় 'মাংস' (বা মানুষ) এর সম্পর্কযুক্ত এবং আত্মিক (ঈশ্বর) শক্তির বিপক্ষ (১ম যোহন ২:১৬; রোমীয় ৮:৫-৮)।

দিয়াবলকে বোঝাতে দ্বিতীয় গ্রীক শব্দটি হল, 'ডায়মন' বা 'ডায়ামোনিয়ন' যাকে সর্বমোট ৬৪ বার ইংরেজীতে 'ডেভিল' শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে, তবে একবার মাত্র 'দেবতা' অনুবাদ করা হয়েছে। এই শেষ অনুবাদটি ছাড়া প্রায় সব অনুবাদেই

রোগ-ব্যাধি অথবা এক মন্দাত্মা অর্থে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রীকরা এই শব্দটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত মূলতঃ বিশেষভাবে মানসিক অসুস্থতাকে বোঝানোর জন্য। আজকের দিনে যেমন একজন চিকিৎসক আমাদেরকে বলেন যে আমাদের শরীরে জার্ম বা জীবাণু আছে, অথবা জ্বর হয়েছে বা অমুক ভাইরাস আছে বা ইনফেক্শন হয়েছে, বা কোন রোগ আছে বা অন্য কোন সমস্যা আছে। চিকিৎসক একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না যে আপনার কি হয়েছে, কারণ এপর্যায়ে সেটি নিশ্চিতভাবে হয়ত জানা যায় না।

এক্ষেত্রে গ্রীক চিকিৎসক অবশ্যই তার রোগীকে বলবেন তার 'ডায়মন' হয়েছে। এখানে এমন কোন অতিপ্রাকৃতিক ব্যক্তি শয়তান নাই, যে এ জন্য দায়ী। বরং মানুষের দেহ বা মনের মধ্যে অন্য কোন সমস্যা আছে যে কারণে এমন হচ্ছে। নীচের পদটি পড়ুন-

> "তাহাতে তিনি নানা প্রকার রোগে পীড়িত অনেক লোককে সুস্থ করিলেন, এবং অনেক ভূত [ইংরাজী বাইবেলে (KJV) 'ডেভল্স', গ্রীক ভাষায় 'ডায়ামোনিয়ন'] ছাড়াইলেন..." (মার্ক ১:৩৪)। অর্থাৎ যীশু দেহ ও মন উভয়ের রোগই সুস্থ করিলেন।

মার্ক ৯:১৪-২৯ পদগুলি থেকে পীড়িত লোকটির চলমান ঘটনাটি পড়ুন, যিনি বোবা ও বধির ছিলেন এবং একই সাথে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার লক্ষ্যণগুলি থেকে অনিবার্য্য বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত। যীশু তাকেও আরোগ্য করতে সমর্থ ছিলেন। এই ঘটনাটি মথি ১৭:১৪-২১ ও লূক ৯:৩৭-৪৩ অংশেও বর্ণনা করা হয়েছে।

কখনও কখনও এদেরকে বলা হয়েছে 'অপবিত্র আত্মা' বা 'মন্দ আত্মা' কিন্তু বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যারা নৈতিকভাবে অসুস্থ।

শয়তান

আমরা হয়ত বলতে পারি যে এগুলি মন্দাত্মা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে, কিন্তু কখনই 'শয়তান' সম্পর্কে বলে না।

হিব্রু ভাষায় 'স্যাটান' [বাংলায় 'শয়তান'] শব্দটি পুরাতন ও নূতন নিয়মে দেখা যায় এবং সেগুলির সবই প্রায় সঠিক অনুবাদ নয়। বরং এ সব অনুবাদে অপবাদকারী, বিপক্ষ, শত্রুপক্ষ, শত্রু অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

গণনা পুস্তক ২২:২২ পদে আমরা পড়ি যে, "...এবং সদাপ্রভুর দূত তাহার বিপক্ষরূপে [হিব্রুতে 'শয়তান'] পথের মধ্যে দাঁড়াইলেন"।

১ম রাজাবলি ১১:১৪ পদ বলে, "পরে সদাপ্রভু শলোমনের এক জন বিপক্ষ [হিব্রুতে 'শয়তান'] উৎপন্ন করিলেন..."।

উপরোক্ত উভয় শাস্ত্রাংশেই মূল শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে ভিন্ন এবং যেগুলির নির্দিষ্ট অর্থ আছে। ঈশ্বর নিজেই এই কাজগুলি করেছেন।

কিন্তু অন্যান্য স্থানের মূল শয়তান শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়নি এবং এটাকে একটি মন্দ আত্মার মহাশক্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে।

১ম বংশাবলি ২১:১ পদে আমরা পড়ি, "আর শয়তান ইস্রায়েলের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া ইস্রায়েলকে গণনা করিতে দায়ূদকে প্রবৃত্তি দিল"। কেন এখানে শয়তান শব্দটিকে তার সঠিক অর্থে অনুবাদ করা হয়নি ? আমরা যদি এটাকে ২য় শমূয়েল ২৪:১ একই ঘটনার সাথে তুলনা করি তাহলে দেখব যে এখানে ঈশ্বর নিজেই বিপক্ষ (শয়তানের ভূমিকায়)। নূতন নিয়মে গ্রীক শব্দ থেকে, বিপক্ষ যা একই শব্দের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। দয়া করে নীচের উদ্ধৃতিটি দেখুন।

> মথি ১৬:২২-২৩, "ইহাতে পিতর তাহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্রভু, ইহা আপনা হইতে দূরে থাকুক, ইহা আপনার প্রতি কখনও ঘটিবে না। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ"।

পিতর ছিলেন একজন মানুষ, তার অতিপ্রাকৃতিক বা অতি মানবীয় কোন শক্তি ছিল না, লোকে যাকে 'শয়তানের শক্তি' বলে তিনি তা কখনই ছিলেন না। কিন্তু তিনি এখানে যীশুর বিপক্ষ হওয়ার কথা বলেছেন। পিতর এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ না করে ও যিরূশালেমে না গিয়ে বরং নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তা করতে যীশুকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন।

লূক ১৩:১১-১৭ অংশটি পড়ুন। এখানে সেই মহিলার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি খুব খারাপ রোগে ভুগছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এটি গ্রন্থিবাত কিংবা মেরুদণ্ডের অবশ হয়ে যাওয়া রোগ। আপনি হয়ত এ ধরনের কোন হতভাগ্য রোগীকে দেখে থাকবেন। তবে কখনই এ কথা ঠিক নয় যে কোন অতিপ্রাকৃতিক বস্তু 'দিয়াবল' বা 'শয়তান' তাকে এ রোগে বন্দি করে রেখেছে। কিন্তু এটা শুধু একটা রোগ বা দুর্বলতা ছিল। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করেছেন (১৩, ১৭ পদ)।

এই ক্ষেত্রে আমাদের শেষ উদাহরণটি হচ্ছে প্রেরিত ৫:১-১১ পদ। পাঠের আলোচ্য অংশ পড়ার আগে আপনি অবশ্যই আপনার বাইবেল থেকে এই শক্তিশালী শাস্ত্রাংশটি পড়ে ফেলুন। তারপর ৩ পদটি পড়ুন, যেখানে পিতর অননিয়কে বললেন, "অননিয়, **শয়তান কেন তোমার হৃদয় এমন পূর্ণ করিয়াছে** যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলিলে, এবং ভূমির মূল্য হইতে কতকটা রাখিয়া দিলে?" এবং ৯ পদে বলা হয়েছে, "তাহাতে পিতর তাহাকে কহিলেন, তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কেন **একপরামর্শ হইলে?**"

এই যে "শয়তান" তাদের হৃদয় পূর্ণ করেছে বলে বলা হয়েছে সেটি ছিল তাদেরই মন্দ চিন্তা।

এই ধরনের উদ্ধৃতিগুলো নির্বাচন করতে পারলে আমরা সহজেই ঈশ্বরের বাক্যের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে ধারণা পাই।

তাহলে যদি 'দিয়াবল' ও 'শয়তান' কাউকেই দোষী না করা গেলে আসলে দোষী কে ?

যীশু এ সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন-

> "তিনি আরও কহিলেন, মনুষ্য হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। কেননা ভিতর হইতে মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বহির হয়- বেশ্যাগমন, চৌর্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মূর্খতা; এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে" (মার্ক ৭:২০-২৩)।
>
> "আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যদের দুষ্টতা অত্যধিক, এবং তাহাদের অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ" (আদিপুস্তক ৬:৫)।
>
> যাকোব ১:১৩-১৫ অংশে বলা হয়েছে, "পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়"।

যেকোন পাপের জন্য অবশ্যই **আমাদেরকে** দোষী করা হয়। বাইরের প্রভাবে আমরা প্রভাবান্বিত হলেও তা আমাদের দায়িত্ব, যেমন একজন বন্ধু যে ঠগ বা বাটপার, সে হয়ত আপনাকে কোন মন্দ কাজ করানোর জন্য প্ররোচনা দিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কাজটি যেহেতু আপনি করেছেন সেজন্য দায়িত্বটা আপনারই। আসলে সিদ্ধান্তটা আমাদের কাছেই থাকে যে আমরা সেটি করব কি করব না। আমরা কখনই শয়তান বা দিয়াবলকে দোষারোপ করতে পারি না।

আদম ও হবাকে সৃষ্টি করে বাগানে রাখার পর ঈশ্বর তাদেরকে বাছাই করে নেবার অধিকার দিলেন যে তারা কি ঈশ্বরের সেবা করবে ও ভালো কাজ করবে নাকি শুধু নিজেদেরকে সুখ-ভোগ আনন্দে রাখতে ও মন্দ কাজ করবে। আমরাও ঠিক একই রকমভাবে সৃষ্ট হয়েছি, যেকারণে আমাদের প্রবণতাও নিজেদেরকে খুশি করা। আসলে ঈশ্বর আমাদেরকে সিদ্ধতা পরীক্ষা করছেন। আমরা সঠিক বিষয়টি বেছে নিলে অবশ্যই ঈশ্বরকে ভালোবাসবো। আর যদি ভুল বিষয়টি বেছে নিই তবে নিজেদেরকে ভালোবাসবো।

দয়া করে সবাই আপনার মনোনয়ন ঠিক করুন যেন, ঈশ্বরকে খুশি করতে পারেন।

সুতরাং বাইবেল পড়ার সময় আমরা অবশ্যই এই চিন্তাধারা রাখব যে পৃথিবীতে কোন অতিপ্রাকৃতিক বা অতিমানবীয় 'শয়তান' কিংবা 'দিয়াবল' নাই, বরং এ সব বিষয়ে আমাদের চিন্তাধারাকে আরো ব্যাপক করতে হবে।

যাই হোক, এটা চিন্তা করা কি ঠিক একজন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী ঈশ্বর হয়েও তিনি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির উপর অন্য আর একজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিবে ?

আজকের পাঠ থেকে কি শিখেছি আমরা ?

১. দিয়াবল বা শয়তান কখনই কোন মন্দ আত্মা নয়।

২. দিয়াবল ও শয়তান শব্দদ্বয় বাইবেলের ব্যবহৃত শব্দ, যেগুলি মানুষ ও অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিপক্ষতা বা বিরোধীতা করতে শেখায়।

৩. আমাদের পাপপূর্ণ, মানবীয় প্রকৃতি থেকেই আসলে প্রলোভন/প্ররোচনা আসে।

৪. কোন ব্যক্তি, যে প্রলোভিত হয় ও খারাপ/দুষ্ট আচরণ করে তাকেই কখনও কখনও 'শয়তান' বলা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ৯

বাইবেলে বর্ণিত শয়তান

১. শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শয়তান সমন্ধে মণ্ডলীগুলো কি শিক্ষা দিয়ে আসছে ?

২. শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মণ্ডলীগুলি শয়তান সমন্ধে যে শিক্ষা দেয় তা কি আসলে বাইবেলের শিক্ষা ?

৩. পুরাতন নিয়ম কি ভাষায় লেখা হয়েছে ?

৪. 'দিয়াবল' শব্দটি কি পুরাতন নিয়মে একবারও দেখা যায় ?

৫. দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১৭ পদ অনুযায়ী তাহারা কাদের উদ্দেশ্যে বলিদান করিত ?

৬. যাত্রাপুস্তক ২০:১-১৭ পদে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের তাদের জীবনে ব্যবহারিক আচরণ বিধি কেমন হবে সে বিষয়ে কয়টি আজ্ঞা দিয়েছেন ?

৭. বাবিল একসময় কেমন নগরী ছিল ?

৮. 'লুসিফার' শব্দের অর্থ বাইবেলে কি অনুবাদ করা হয়েছে ?

৯. যিশাইয় ১৪:১২ পদ অনুযায়ী লুসিফার শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রভাতি-তারা, আর এর পতন মানেই বাবিল এর পতন এই ভাবার্থ কি এখানে ভবিষৎবাণী প্রকাশ করা হয় নাই ?

১০. বাইবেলে এদন উদ্যানে পৃথিবীর প্রথম নর ও নারী আদম হবা ছিলেন, কিন্তু সেখানে কি কোন অতিপ্রাকৃতিক শয়তান ছিলো ?

১১. লোকেরা কি বলে তা কি বিশ্বাস করবেন ? না বাইবেল কি বলে, তাকে প্রাধান্য দেবেন ?

১২. যদি কেউ আগেই শয়তানকে অতিপ্রাকৃতিক ব্যক্তি হিসাবে বিশ্বাস করেন, তবে কি তার বাইবেল অনুবাদে, সেই বিষয় আসতে পারে না ?

১৩. গ্রীকরা 'ডায়মন' বা 'ডায়ামোনিয়ন' এই শব্দটিকে ব্যাপকভাবে কি কারণে ব্যবহার করতেন ?

১৪. কখনও কখনও মৃগীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কি ধরনের আত্মা বলে অভিহীত করা হয়েছে ?

১৫. যীশু পিতরকে কেন শয়তান বলে উল্লেখ করলেন ? তিনি কি অতিপ্রাকৃতিক কোন ব্যক্তি ছিলেন ?

১৬. তাহলে যীশু বা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধীতা করার চিন্তাকেই কি শয়তান বলা হয় না ?

১৭. প্রেরিত ৫:৯ পদে এক সঙ্গে পরামর্শ করা বা চিন্তা করা ঈশ্বরের বাক্যের বা আদর্শ্যের বিরুদ্ধে তাকে কি বলা হয় ?

১৮. 'শয়তান' তাদের হৃদয় পূর্ণ করেছে বলে বলা হয়েছে, এটা আসলে কি ?

১৯. মার্ক ৭:২০-২৩ পদ অনুযায়ী মানুষের ভিতরে যা প্রবেশ তা কি মনুষ্যকে অশুচি করে ?

২০. মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে কি কি বাহির হয় যা মনুষ্যকে অশুচি করে ?

২১. আদিপুস্তক ৬:৫ পদে ঈশ্বর কি দেখিলেন, মনুষ্যের অন্তঃকরণ কেমন ?

২২. যাকোব ১:১৩-১৪ পদ অনুয়ায়ী মন্দ বিষয়ের দ্বারা কি ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যায়?

২৩. কামনা অর্থ কি ? প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে পরীক্ষিত হয় ?

২৪. যে কোন পাপের জন্য আমরা কি অন্যকে দায়ী করতে পারি ?

২৫. পাপ করার জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তা শেষ পর্যন্ত কে করেন ?

২৬. আমরা কি নিজ সিদ্ধান্তে পাপ করার পর, শয়তান বা দিয়াবলকে দোষারোপ করতে পারি ?

২৭. আদম ও হবাকে সৃষ্টি করে বাগানে রাখার পর ঈশ্বর তাদেরকে বাছাই করবার জন্য কি করলেন ?

২৮. যদি আমাদের প্রবণতা হয় নিজেদেরকে খুশি করা, তাহলে কি আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসবো ?

২৯. সুতরাং বাইবেল পড়ার সময় আমরা অবশ্যই শয়তান সমন্ধে কি চিন্তা ধারা রাখব ?

৩০. এটা কি চিন্তা করা ঠিক হবে, যে একজন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী ঈশ্বর তার নিজস্ব সৃষ্টির উপর অন্য কোন অপশক্তিকে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করতে দিবে ?

পাঠ - ১০
বাপ্তিস্ম

বাইবেল পাঠ ঃ
প্রেরিত ৮ অধ্যায়; রোমীয় ৬ অধ্যায়

বাইবেলে বর্ণিত বিষয়গুলির সাথে একটি বড় বিষয় হচ্ছে বাপ্তিস্ম। বাইবেল এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছে যে, পরিত্রাণের সহভাগী হতে হলে মানুষকে অবশ্যই বাপ্তিস্ম নিতে হবে। যীশু যখন তার নিজ দেশীয় লোক ইস্রায়েলীয়দের সাথে প্রচারের আসল কাজগুলো শুরু করার সময় এসেছে বলে মনে করলেন তখনই তিনি যর্দন নদীর পাড়ে গেলেন, তার আগে যোহন বাপ্তাইজক প্রচার ও বাপ্তিস্ম দেবার কাজ শুরু করে দিয়েছেন । এই সময় থেকেই তার নাম হয়ে যায় 'বাপ্তাইজক' ।

যীশু যর্দন নদীতে যোহন বাপ্তাইজকের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন, তাঁকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন ও স্বীকার করেছিলেন যে এটা তার জন্য অত্যন্ত সঠিক একটি করণীয় কাজ। বাপ্তিস্ম নেবার মধ্য দিয়ে যীশু আমাদের সকলের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হয়েছেন যেন আমরাও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি। বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বাইবেল আমাদেরকে খুব পরিষ্কার নির্দেশনা দান করে।

তাহলে, বাপ্তিস্ম কি ? এটা নত-নম্রতা ও আত্ম সমর্পণের একটি প্রতীকি কাজ। আর এটা করা এজন্য প্রয়োজন বিশ্বাস স্বীকারের উপযুক্ত প্রমাণের জন্য জলে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হওয়া। তাই কোন ব্যক্তি বাপ্তিস্মের সময় যখন জলে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত বা ডুব দিয়ে উঠে তখন থেকে অবশ্যই **একটি নতুন জীবন শুরু করে**। কেন একজন ব্যক্তিকে এই প্রক্রিয়া রক্ষা করতে হয় ? কোন মতবাদগত চার্চের সদস্যপদ লাভের জন্য কি ? এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ? আসলে বাপ্তিস্ম এর থেকে অনেক বেশি শিক্ষা দান করে।

বাপ্তিস্ম নেবার আগে আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, দৃঢ় প্রত্যয় নিতে হবে ও অনুতপ্ত হতে হবে। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর বর্ণনা আছে প্রেরিত ২:৩৭-৩৮ পদে। যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পিতর এক সময় সমবেত লোকদের কাছে কথা বলছিলেন এবং তাদেরকে এ ব্যাপারটি বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে যীশুকে ক্রুশারোপিত করে তারা কিভাবে বড় একটি অন্যায় কাজ করেছেন। তাদের দোষ

সম্পর্কে বুঝতে পারার পরও পিতর যা বলেছিলেন তার সবকিছু বিশ্বাস করার পর সমবেত লোকেরা তার কাছে প্রশ্ন করলেন, "আমরা কি করিব?" এ সময় পিতরের উত্তর ছিল,

> "মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও" (প্রেরিত ২:৩৮)।

পরিত্রাণ লাভের জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা একটি আবশ্যক বিষয় (যা অনন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা করে) বাইবেলের অনেক পদ এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়-

> মার্ক ১৬:১৬ পদ, "যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে"।

১ম পিতর ৩:২১ পদটিও দেখুন।

আমাদের পাপের ক্ষমা লাভের সাথে বাপ্তিস্ম গ্রহণের সম্পর্ক রয়েছে। পৌল পরিত্রাণ লাভের আগের জীবনে একদিন যিরূশালেম থেকে দামেস্ক যাবার পথে যীশু খ্রীষ্টের দেখা পান ও অতি উজ্জ্বল আলোর তেজে সাময়িকভাবে দৃষ্টিশক্তি হারান। এরপর তাকে দামেস্কে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন ও তার সব পাপ ধৌত করা হয়। এই ঘটনার বর্ণনাটি প্রেরিত ২২:৬-১৬ অংশে আছে ।

বাপ্তিস্ম আমাদেরকে এই স্বীকৃতি দান করে যে, আমরা আমাদের বিশ্বাসে বিশ্বস্ত এবং **খ্রীষ্টের সমস্ত আদেশ মেনে চলতে আমরা ইচ্ছুক ও তাঁর মত জীবন যাপন করতে আগ্রহী**।

রোমীয় ৬ অধ্যায় লিখিত পৌলের পত্রের মাঝে বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বেশ কিছু নির্দেশনামূলক পদ রয়েছে, যেখানে তিনি বলছেন,

> "অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনত্বে চলি। কেননা যখন আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়াছি, তখন অবশ্য পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও হইব" (রোমীয় ৬:৪-৫)।

বাইবেলের নূতন নিয়ম আমরা আরও যত বেশি পড়ব ততই আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে, যীশু ও তাঁর প্রেরিতরা বাপ্তিস্মকে বিশ্বাসীর জীবনে একটি

অপরিহার্য্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিশ্বাসীদের তাহলে এখন এই আকাঙ্খা থাকা আবশ্যক যে,

১. তাঁর উত্তমতার জন্য ঈশ্বর যেন অবশ্যই সম্মানিত ও প্রশংসিত হন।

২. ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে যেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

৩. তিনি তাঁর লোকদের পাপের ক্ষমা প্রদান করেন ও ধুয়ে পবিত্র করেন।

৪. যীশু তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে পাপ থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন যেন আমরাও তার সহভাগী হতে পারি ।

৫. তিনি যেন খ্রীষ্টেতে এক নতুন জীবন-যাপন করেন, যার ফলে ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টকে সন্তুষ্ট করতে পারেন।

প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীরা প্রত্যেকেই তাদের জীবনের প্রয়োজন সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন, যীশু সম্পর্কে যে সব সুখবর শুনেছিলেন তা বিশ্বাস করেছিলেন, তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন, অনুতপ্ত হওয়ার আহ্বানের প্রতি বাধ্য ছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, এ জন্য আসন্ন ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তমতা সম্পর্কে জানার-বোঝার প্রয়োজন আছে-

সুসমাচার আমাদের শেখায়	**- বিশ্বাস করতে**
আমাদের পাপ সম্পর্কে বুঝতে পারলে আমরা দুঃখিত হই	**- অনুতপ্ত হওয়া**
এর থেকে আমরা বুঝতে পারি আমাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে	**-বাধ্যতা আসে**
এবং বাইবেলের শিক্ষার প্রতি আমরা বাধ্য হই	**-বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা**

বাইবেল থেকে বাপ্তিস্ম সম্পর্কে শেখার আরও অনেক কিছু আছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছেন তারা সকলেই, ছোট ছেলেমেয়ে নয়, বরং প্রাপ্ত বয়স্ক এবং বুঝতে পেরেছিল যে তারা কি করছে। তারা নিজেদের দ্বারাই এই দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে বাপ্তিস্ম সব সময় এমন জায়গায় হয়েছিল যেখানে জলে সম্পূর্ণভাবে ডুব দেওয়া বা নিমজ্জিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট জল ছিল। এমন একটি ও উদাহরণ পাওয়া যাবে না যেখানে শিশুরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে কিংবা কোন ব্যক্তিকে তার মাথার উপরে

সামান্য জল ছিটিয়ে বা ঢেলে দিয়ে বাপ্তিস্মের বৈধতা দান করা হয়েছে। পরে আমরা দেখাবো যে জল ছিটিয়ে দেওয়া আসলে অর্থহীন একটি পদ্ধতি।

বিশ্বাসীরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন, কারণ তারা যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তারা বিশ্বাস করেন যীশু তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ও পুনঃর্জীবিত হয়ে অনন্ত জীবন লাভ করেছেন এবং তারা তার সাথে একটি অর্থপূর্ণ নতুন জীবন যাপন করতে চায়। আর এ কারণেই রোমীয়দের প্রতি লেখা ৬ অধ্যায়টি এত প্রয়োজনীয় বা কার্য্যকরী । তিনি এখানে লিখেছেন,

> "যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি" (রোমীয় ৫:৩)।

সুতরাং বাপ্তিস্ম আসলে এক ধরনের সমাধী প্রাপ্ত হওয়া, কারণ এর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে জলে নিমজ্জিত হতে হয়।

অনন্ত জীবন ধরে বেঁচে থাকবার জন্যই যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেন। তদ্রূপ বিশ্বাসীরাও জলের সমাধি থেকে জীবিত হয়ে উঠে এক নতুন জীবন শুরু করেন, তার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞা সকল পালন করে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জনে বাধ্য থাকার জন্য উৎসর্গীকৃত এক জীবন, এরপর কি সে নিজের খুশির জন্য কাজ করতে পারে, যা আসলে পাপের দাসত্ব করা। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা ঠিক যেন খ্রীষ্টেতে সমাধী প্রাপ্ত হওয়া - তাই সেই জলের সমাধী থেকে উঠে আসার অর্থ যেন খ্রীষ্টের মত পুনরুত্থিত হওয়া। এবং এ কারণেই বিশ্বাসীদেরকেও এই নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে শেষ দিনে তারাও যীশুর পুনরুত্থানের সহভাগী হবেন।

কিন্তু বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় শুধুমাত্র মাথার উপরে জল ছিটিয়ে দিয়ে কোন শিশু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত গভীর অর্থ প্রকাশ করা যায় না। অন্তত এটা কোন শিশুকে বোঝানোর মত ব্যাপার নয়।

বিষয়টির সার সংক্ষেপ করলে ভালো হয়-

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ সুসমাচারের অপূর্ব সব সুখবরগুলি শোনেন এবং এটি উপলব্ধি করতে পারেন ঈশ্বর যে পথ ঠিক করে দিয়েছেন সেই পথে যাওয়া ছাড়া মৃত্যু অনিবার্য এবং তার জীবনে আগামীতে যে সুন্দর দিনগুলি আসছে সেগুলি তিনি উপভোগ করতে পারবেন না। "পরিত্রাণ লাভের জন্য আমাকে কি করিতে হইবে ?" এটা ছিল তার আকুতি। উত্তর ছিল "অনুতপ্ত হও ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ

করো"। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে জলে ডুব দিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, ঠিক যেভাবে ঈশ্বর করতে বলেছিলেন। কারণ এটাই বাপ্তিস্মের একমাত্র পথ। এই সম্পূর্ণ জলে ডুব দেওয়া বা নিমজ্জিত হওয়া সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও খুব সহজবোধ্য শিক্ষা রয়েছে -

- অতীতের সকল পাপের প্রতিকী ধৌত করন।
- পুরাতন জীবন যাপনের প্রতিকী মৃত্যু।
- সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু করার লক্ষ্যে এক নতুন জীবন লাভের জন্য এক প্রতিকী পুনরুত্থান।

বাপ্তিস্ম নেওয়ার পর থেকে আমরা নতুন করে স্বচ্ছ জীবন যাপন শুরু করি, কিন্তু আমরা এখনও মানুষ এবং দুঃখজনক ভাবে এখনও পাপ করি, কিন্তু বাপ্তিস্মের সময় আমরা খ্রীষ্টের উপর বিশেষভাবে নির্ভরতা রেখেছি এবং এ কারণেই যতদিন আমরা এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকি ততদিনই আমাদের সকল দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং পাপ করে ফেললে যখন আমরা সেই ব্যর্থতার জন্য অনুতপ্ত হই এবং ক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা করি তখন যীশু আমাদের জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের হয়ে ক্ষমার জন্য সুপারিশ করেন, ফলে ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করেন।

> ".....আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট" (১ম যোহন ২:১)।

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ১০

বাপ্তিস্ম

১. বাইবেল কি বলেছে পরিত্রাণের সহভাগী হতে হলে মানুষকে কি করতে হবে ?

২. যীশু যখন তার নিজ দেশীয় লোক ইস্রায়েলীয়দের সাথে প্রচারের আসল কাজগুলো শুরু করার সময় এসেছে বলে মনে করলেন তখন তিনি কোথায় গেলেন ও কি করলেন ?

৩. যীশু কোথায়, কার কাছ থেকে কি কারণে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন ?

৪. কি কারণে যীশু একটা দৃষ্টান্ত হয়েছেন বাপ্তিস্ম নিয়ে ?

৫. নত-নম্রতা ও আত্ম সমর্পণের একটি প্রতিকী কাজ কি ?

৬. বাপ্তিস্মের জন্য কি প্রয়োজন ?

৭. বাপ্তিস্ম নেবার আগে আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে ?

৮. পরিত্রাণ লাভের জন্য একটি আবশ্যক বিষয় কি ?

৯. যে বিশ্বাস করে না ও সঠিকভাবে বাপ্তাইজিত হয় না সে কি পরিত্রাণ পাইবে ?

১০. পৌল কোথায় যাবার সময় যীশুর দেখা পান ও সাময়িকভাবে দৃষ্টি শক্তি হারান ?

১১. পৌল কোথায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন ?

১২. বাপ্তিস্ম আমাদেরকে কি স্বীকৃতি প্রদান করে ?

১৩. রোমীয় ৬:৪-৫ পদ অনুযায়ী আমরা কিভাবে খ্রীষ্টের সহিত সমাধী প্রাপ্ত হইয়াছি ?

১৪. খ্রীষ্ট কার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন ?

১৫. ঈশ্বরের রাজ্য কেন এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে ?

১৬. আমাদের সকলকে পাপ থেকে মুক্তির পথ কে কিভাবে দেখিয়েছেন যেন আমরাও তার সহভাগী হতে পারি ?

১৭. সুসমাচার আমাদের কি শেখায় ?

১৮. বাইবেল থেকে বাপ্তিস্ম সম্পর্কে কি শিক্ষা পাই, ছোট ছেলে-মেয়েরা কিছু না বুঝেই বাপ্তিস্ম নেওয়া কি ঠিক ?

১৯. কাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত সঠিক হতে পারে ?

২০. এমন কি কোন উদাহরণ বাইবেলে পাওয়া যাবে যেখানে শিশুরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে ?

২১. বিশ্বাসীরা বাপ্তিস্ম কেন গ্রহণ করেন, কারণ কি ?

২২. কোন ব্যক্তিকে তার মাথার উপরে সামান্য জল ছিটিয়ে বা ঢেলে দিয়ে বাপ্তিস্মের বৈধতা দান করা হয়েছে - এমন ঘটনা কি বাইবেল সাক্ষ্য দেয় ?

২৩. বাপ্তিস্ম আসলে এক ধরনের, সমাধী প্রাপ্ত-হওয়া কি ?

২৪. যীশু মৃত্যু থেকে কেন জীবিত হয়ে উঠেন ?

২৫. আসলে পাপের দাসত্ব করা মানে কি, নিজের খুশীর জন্য কাজ করা নয় কি ?

২৬. বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা ঠিক যেন খ্রীষ্টেতে সমাধী প্রাপ্ত হওয়া - তাই সেই জলের সমাধী থেকে উঠে আসার অর্থ কি ?

২৭. বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় শুধুমাত্র মাথার উপরে জল ছিটিয়ে দিয়ে কোন শিশু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত গভীর অর্থ প্রকাশ করা যায় কি ?

২৮. ঈশ্বর যে পথ ঠিক করে দিয়েছেন, সেই পথে যাওয়া ছাড়া মৃত্যু অনিবার্য এবং জীবনে আগামীতে কি পাবো না ?

২৯. বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে কি অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন ?

৩০. সম্পূর্ণ জলে ডুব দেওয়া বা নিমজ্জিত হওয়া সম্পর্কে কি আকর্ষণীয় ও খুব সহজবোধ্য শিক্ষা রয়েছে যা আমরা গ্রহণ করতে পারি ?

পাঠ - ১১
নতুন জীবন

বাইবেল পাঠ ঃ
রোমীয় ১২, ১৩ অধ্যায়; গালাতীয় ৫:২২-২৪;
ফিলিপীয় ৪:৮; ২য় পিতর ১:৫-৯

এতক্ষণ আমরা যা দেখেছি যে বাইবেলের সুসমাচারের বার্তা বোঝা ও বিশ্বাস কত প্রয়োজন এবং যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা কত আবশ্যক।

অনেকে হয়ত চিন্তা করতে পারেন যে বাপ্তিস্ম গ্রহণের আদেশ পালন করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি এখানেই ব্যাপারটি শেষ হয়েছে। যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন জীবনে প্রবেশ করি - সেই জীবন, বাধ্যতা ও সেবার জীবন। ফলে আমরা আর পাপের দাসত্ব করি না, কিন্তু ঈশ্বরের সেবা করি। কিভাবে আমরা সেই জীবন যাপন করতে পারি? সেটা কি যা প্রকাশ করবে যে আমরা সত্যিই ঈশ্বরের পথে জীবন যাপন করছি ?

কলসীয় ৩ অধ্যায় এই প্রশ্নগুলোর উওরের সার সংক্ষেপ পাওয়া যাবে। খুব মনোযোগ ও প্রার্থনা সহকারে গোটা অধ্যায়টি পড়ুন, যেখানে ঈশ্বরের প্রতি, সমাজ বা সম্প্রদায়ের প্রতি ও পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ঈশ্বর সব কিছুই জানেন এবং তিনি সব কিছুই দেখেন এমনকি আমাদের মনের সব চিন্তা ভাবনাও। "আর তাঁহার সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তাঁহার চক্ষুগোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে, যাঁহার কাছে আমাদিগকে হিসাব দিতে হইব" (ইব্রীয় ৪ঃ১৩)।

১. বাধ্যতার জীবন - আজ্ঞা সকল পালন করা।

যীশু বলেছেন, "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে" (যোহন ১৪:১৫)। প্রায় সারে তিন হাজার বছর আগে ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের জন্য মোশীর মাধ্যমে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন । এই আজ্ঞাগুলি মূলত ঈশ্বরের সঙ্গে ও একে অন্যের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে বলে। সেখানে এই ধরনের আদেশ ছিল, "তোমরা চুরি করিও না"; "তোমার

প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না"। যীশু যেসব আদেশ/আজ্ঞা দেন এবং পৌল যেসব পত্র লেখেন তার মধ্যে ঐসব পুরাতন আজ্ঞাকে বিস্তারিত ভাবে বার বার উল্লেখ করেছেন। গোটা বাইবেল ঈশ্বরের সাথে ও একে অন্যের সাথে আমাদের সম্পর্কের সকল দিক বর্ণনা করা হয়েছে।

তার পুনরুত্থানের পর ও স্বর্গারোহণের আগ পর্যন্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার লোকদেরকে সুসমাচার প্রচার করা ও তাকে বিশ্বাস করার পর বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছে। মার্ক ১৬:১৫-১৬ পদে এ বিষয়ে লেখা আছে। এর পরে মথি ২৮:২০ পদে বলা হয়েছে যেন আমরা তাঁর আজ্ঞা সকল মেনে চলে বাধ্যতায় জীবন যাপনকারী। কেবল মাত্র বাইবেলেই ঈশ্বর নিঃশ্বসিত যে সব বই লেখা হয়েছে সেগুলি মূলতঃ ঈশ্বরের শিক্ষা। এ সব শিক্ষা ঠিকমত বুঝতে ও জানতে আমাদেরকে সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে। এ জন্য প্রতিদিন বাইবেল পড়া খুবই প্রয়োজন। যাকোব ১:১৮ ও ১ম পিতর ১:২৩ পদে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর তার সত্য বাক্য দ্বারাই আমাদেরকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং সেই বাক্যের দ্বারাই নতুন জন্ম লাভ করেছি এবং নবজাতক শিশুর মত আমাদের সব সময় উচিত ঈশ্বরের সহজলভ্য বাক্যের (যেগুলি সহজেই বোঝা যায়) দুধ পান করা, যেন আমরা বেড়ে উঠতে পারি, ১ম পিতর ২:২ পদ। ঈশ্বরের বাক্য আমরা অবিরতভাবে পড়লে আমরা সহজেই তার বাক্য বুঝে আমাদের আত্মিক জীবনে বৃদ্ধি লাভ করতে পারি। আর এভাবেই অবিরত বাইবেল অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারব ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কোন আদেশগুলি আমরা কিভাবে পালন করতে পারি। যারা বিচার দিনে ভয়ংকর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চায় তাদের জন্য এই ধরনের বাধ্যতা অপরিহার্য্য। আমরা যদি নিখুঁতভাবে সেই আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হই তবে অবশ্যই তা খোলাখোলি ভাবে অনুতপ্ত মনে ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করতে পারি এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে সেই অপরাধের ক্ষমা লাভ করতে পারি।

২. উৎসর্গীকৃত জীবন

তাদের সেবায় পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হলেই কেবল আমরা ঈশ্বর ও যীশুর অনুসারী হতে পারব। মথি ৫:৪৮ পদে যীশু বলেছেন, "অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও"। এটা অত্যন্ত উচ্চমান বা পর্যায়ের কথা, যার জন্য রয়েছে মহান এক পুরস্কার। ঈশ্বরের সেবা করার প্রতিজ্ঞা একবার গ্রহণ করবার পর আর পিছনে ফিরে তাকানো যাবে না। দয়া করে

লূক ৯:৫৭- ৬২ পদগুলো পড়ুন। আমরা এখানে কেবল মাত্র ৬২ পদটি দেখব - "যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পিছনে ফিরিয়া চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়"। প্রতিজ্ঞা নিলে তা কিভাবে রক্ষা করা যায় ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করলে তার পরিণতি কি হয় সে সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন ইব্রীয় ১০:২৩-৩১ পদগুলি, যেগুলি পৌল ইব্রীয় খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য লিখেছিলেন। বিশেষভাবে ২৬ ও ২৭ পদ দুটি লক্ষ্যণীয়, "কারণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাইলে পর যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক পাপ করি, তবে পাপার্থক আর কোন যজ্ঞ অবশিষ্ট থাকে না, কেবল থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত অগ্নির চণ্ডতা"। ১ম যোহন ২:১৫-১৭ পদগুলিও পড়ুন।

৩. পৃথকীকৃত জীবন

আসল বিশ্বাসীরা যেহেতু যীশুর এই জগতে ফিরে আসবার পর যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন তার প্রত্যাশায় থাকে, ফলে তারা জগতের এমন কোন কিছুর সাথে জড়িত হয় না যা তাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে নিয়ে যাবে। এর ফলে আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করব ঐ সব মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকতে। যীশুর খাঁটি বিশ্বাসীরা সব সময়ই সৎ পথে উপার্জন করার চেষ্টা করে। তারা কখনই ঘুষ নেয় বা দেয় না, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মন্দ। আমোষ ৫:১২ ও হিতোপদেশ ১৭:২৩ পদগুলি পড়ুন। খাঁটি বা ভালো শিষ্যরা অবশ্যই সব সময় সৎ ও ন্যায্য তাদের সকল কর্মকাণ্ডে এবং প্রয়োজন হলে আইনের আশ্রয় নেবার থেকে বরং অনেক ক্ষতি স্বীকার করে (১ম করিন্থীয় ৬:৭)।

খ্রীষ্টের শিষ্যরা জগতের রাজনীতির সাথেও জড়িত হয় না, কারণ জগতের রাজ্য সমূহ খুব তাড়াতাড়িই ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের রাজ্যের সাথে একীভূত হবে (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫)। তারা জগতের কোন শান্তি আন্দোলনের কিংবা এ ধরনের কোন আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত হবে না, কারণ প্রকৃত শান্তি শুধুমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে মানুষ আনতে পারে না। তবে তাদের উচিত অন্যদের সাথে শান্তি পূর্ণ জীবন যাপন করা ও অন্যদেরকেও এ পথে উৎসাহিত করা।

তবে প্রকৃত শিষ্যদের উচিত এটা নিশ্চিত জেনে তাদের বসবাসকারী এলাকার প্রশাসনের বাধ্য হয়ে চলা যে সেখানেও ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। দানিয়েল ৪:২৫ ও রোমীয় ১৩:১-৭ পদগুলি পড়ুন। এর ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের নিয়ম নীতির সাথে সংঘাত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রতি তাদের বাধ্য থাকা উচিত, যেমন মানুষ হত্যার যুদ্ধে যাওয়া। আর এ কারণে যীশুর প্রকৃত

শিষ্যেরা কখনই অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ করবে না বা যুদ্ধে যাবে না (মথি ৫:৩৯ পদ)। কারণ তারা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে এবং প্রয়োজন হলে ঈশ্বরই তাদের পক্ষে প্রতিশোধ নিবেন (রোমীয় ১২:১৯)।

প্রকৃত বিশ্বাসীরা যে মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তাদের সাথে আর সম্পৃক্ত থাকতে পারেন না, কারণ তাদের সাথে বিশ্বাসীরা প্রকৃত সহভাগিতা লাভ করতে পারেন যাদের ঠিক একই রকম বিশ্বাস রয়েছে। তারা আগের মত দেবদেবী খোদাই করা মূর্তি সাধু সাধ্বীদের বা কোন ছবি বা চিত্রের উপাসনা করতে পারে না, যা তারা তাদের আগের বিশ্বাসের ঐতিহ্য ও সংস্কার হিসাবে উপাসনা করেছে। বার বার ঈশ্বর তার মনোনীত লোকদের বিশেষতঃ যিহূদী লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে তারা তাদের চারপাশের লোকদের দেবদেবীর উপাসনা ও বিভিন্ন মন্দ ধর্মীয় আচার ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে দূরে থাকবে। একই চেতনাকে অনুসরণ করে প্রেরিত পৌল করিন্থীয় বিশ্বাসীদেরকে বলেছেন, "অতএব তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, ও পৃথক হও, ইহা প্রভু কহিতেছেন, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং তোমাদের পিতা হইব, ও তোমরা আমার পুত্রকন্যা হইবে, ইহা সর্বশক্তিমান প্রভু কহেন" (২য় করিন্থীয় ৬:১৭-১৮)।

একই রকম ভাবে এই সব বিষয়ও একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর জীবনে থাকা উচিত নয় যেমন, জাগতিক পোশাক পরিচ্ছদের উগ্র স্টাইল ও আমোদ-প্রমোদ করা, অতিরিক্ত টেলিভিশন ও সিনেমার প্রতি আসক্ত হওয়া, ধূমপান করা ও মদ্যপান বা অন্য কোন নেশায় আসক্ত হওয়া। এ সব ছাড়াই আমরা অনেক ভালো থাকতে পারি, এ সব ছাড়া আমাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে, আমরা সুখে থাকতে পারি ও অন্যদের সাথেও আমাদের সম্পর্ক সুখময় হতে পারে। ফলে আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের জন্য যথেষ্ট অর্থ রক্ষা করতে পারি।

৪. ইতিবাচক জীবন যাপন

মথি ৫, ৬ ও ৭ অধ্যায়ে বর্ণিত পর্বতে দত্ত উপদেশে সুসমাচারের অনেক স্থানে তার কথা-আচরণের মধ্য দিয়ে যীশু দেখিয়েছেন যে, আমরা কিভাবে ইতিবাচক, ভালো ও প্রশংসার যোগ্য জীবন যাপন করতে পারি। সেগুলি তিনি ভালো হিসাবে জানেন সেগুলি আদেশ হিসাবে আমাদের কাছে দিয়েছেন। ঈশ্বরই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানেন আমাদের জন্য কোনটা সব থেকে ভালো এবং এই

কারণেই আমাদের যেটা করা উচিত সেটাই তিনি করতে বলেন। যেটা আমাদের জন্য ভালো সেটা করতে তিনি সাহায্য করবেন। ফিলিপীয় ৪:১৩ পদে পৌল বলেছেন, "যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি"। এই একই অধ্যায়ের ৮ ও ৯ পদে বেশ কিছু সাহায্যকারী শব্দ আছে। "অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন কীর্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর। তোমরা আমার কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছ, গ্রহণ করিয়াছ, শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, সেই সকল কর; তাহাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন"।

খ্রীষ্টেতে জীবন যাপন করা সব থেকে ইতিবাচক বিষয়। একজন আসল বিশ্বাসীর করবার অনেক কিছুই আছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হচ্ছে সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রভুর সেবা করা (মার্ক ১৬:১৫, রোমিয় ১০:১৩-১৫)। বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী লোকদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে সুসমাচারের সত্য সম্পর্কে সাক্ষ্য তুলে ধরা খুবই কার্য্যকরী একটি দিক। যেখানেই যে পরিস্থিতিতেই জানতে চাওয়া হোক আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে বলার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকা উচিত (১ম পিতর ৩:১৫)। সুসমাচার ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সুন্দরতম উপহার, যার মাঝে রয়েছে এই পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত অনন্তকালীন জীবন লাভের গৌরবময় প্রত্যাশা। আমাদের উচিত সকলকে এই সব কথা বলা। একে অন্যের প্রতি আমাদের যথেষ্ট ভালোবাসা থাকলেই আমরা এই সুসমাচার প্রচারের কাজটি করতে পারি।

আমাদের জীবনে এমন লক্ষ্য থাকা উচিত যেন, সুযোগ পেলেই আমরা অন্যের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে পারি (গালাতীয় ৬:১০)। যীশুর শিষ্যরা সকলেই ছিলেন খুব দয়ালু ও সহানুভূতিশীল, সকলের কাছে সাহায্যকারী লোক কারণ যীশু এই জগতে থাকা কালীন সময়ে যেমন ভালোবাসা ও ক্ষমা/ অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন তেমনি তার শিষ্যরাও করেছেন। এই জগতের দৃষ্টিতে যা কিছু 'ভালো' সে সব দিয়ে তারা ধনবান হতে চাননি বরং তারা তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছিলেন তার সবই অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিতে বা জানাতে সাহায্য করতেন। আর এই সাহায্যের কাজটি স্বেচ্ছায় করা আবশ্যক, যখনই সুযোগ আসে তখনই করা উচিত, ঠিক যেভাবে যীশু 'দয়ালু শমরীয়'-এর দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিয়েছিলেন (লূক ১০:২৯-৩৭)।

অবশেষে যীশুতে জীবন যাপন করা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আমাদের অবশ্যই সব সময় পরিত্রাণ লাভের ক্ষেত্রে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, যা আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের প্রিয় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে দান করেছেন। যারা প্রকৃত সুসমাচার জানে ও তা বিশ্বাসে গ্রহণ করে (খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে) তারাই এই জগতে সব থেকে সুখী মানুষ। এ কথা সত্যি যে জীবনে কোন না কোন এক সময়ে সমস্যা অসুবিধা ও দুঃখ-কষ্ট থাকে, তবে সব কিছুই দূরে সরে যায় যখন এই পৃথিবীতে প্রভু যীশুর আগমনের মধ্য দিয়ে গৌরবময় সময়ের প্রত্যাশা খুব কাছে থাকে। আমাদের মুক্তি খুবই সন্নিকট, এটা নিশ্চিত জেনে আমরা "ঊর্ধ্বদৃষ্টি করি এবং মাথা তুলি" (লূক ২১:২৮)।

৫. জীবনের জন্য অধ্যয়ন

ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কি আশা করেন তা যদি আমরা জানতে চাই তবে অবশ্যই আমাদের বিশেষভাবে গুরুত্ব সহকারে বাইবেল পড়তে হবে। প্রেরিত পৌল পরামর্শ দিয়েছেন "তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে" (২য় তীমথিয় ২:১৫)। প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণী পুস্তকের ১৭:১১ পদে আমরা পড়ি, "থিষলনীকীর যিহূদীদের অপেক্ষা ইহারা ভদ্র ছিল; কেননা ইহারা সম্পূর্ণ আগ্রহপূর্বক বাক্য গ্রহণ করিল, আর এই সকল বাস্তবিকই এইরূপ কি না, তাহা জানিবার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল"। আমাদের জন্য প্রতিদিন বাইবেল পড়া খুবই মঙ্গলজনক। দৈনিক বাইবেল পাঠের একটি তালিকা আমাদের কাছে আছে, যেটি আপনাকে বছরে একবার পুরাতন নিয়ম ও দুইবার নূতন নিয়ম পড়ে শেষ করতে সাহায্য করবে। যদি এক সেট তালিকা পেতে চান তবে আমাদেরকে লিখে জানান।

৬. জীবনের প্রার্থনা

যীশু প্রার্থনা সম্পর্কে প্রায়ই কথা বলেছেন এবং 'প্রভুর প্রার্থনা' নামের একটি আদর্শ প্রার্থনা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। মথি ৬:৫-১৫ পদগুলো পড়ে এ সম্পর্কে জানতে পারবেন। আপনি যদি প্রভুর প্রার্থনা মুখস্থ না জানেন তবে তা ৯-১৩ পদ থেকে মুখস্থ করে ফেলুন। যীশু প্রায়ই তার পিতা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, কখনো কখনো তিনি সারা রাত জেগেও প্রার্থনা করেছেন। যে সব নারী ও পুরুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, তারা অবশ্যই মধ্যস্থতাকারী যীশুর মাধ্যমে তার কাছে

প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর সবার প্রার্থনা শোনেন এবং তার দৃষ্টিতে যেটা সব থেকে ভালো ও আমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে মঙ্গলজনক ঠিক সে মতই উত্তর দেন।

প্রার্থনা দেখায় যে বিশ্বাসীরা কখনই নিজের শক্তি বা সামর্থ্যের উপর নয় কিন্তু ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে। যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে কথা বলা তাঁর সন্তানদের জন্য ঈশ্বরের একটি সুন্দর দান, যেটি কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। এখন প্রার্থনা করার জন্য আমাদের আর তথা কথিত 'সাধু' এর মাধ্যমে প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ যীশু স্বর্গে ঈশ্বরের পাশে থেকে তার প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে মধ্যস্থতা ও ওকালতি করছেন (১ম তীমথিয় ২:৫, ইব্রীয় ৭:২০-২৮)। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন একজন প্রার্থনার মানুষ। মথি ১৪:২৩, ২৬:৩৬ পদ থেকে এটি জানা যায় এবং মথি ৬:৯-১৩ পদ থেকে জানা যায় কিভাবে প্রার্থনা করা উচিত। তিনি যেভাবে প্রার্থনা করতেন সেটাও তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন, মথি ৬:৬-৮ পদে সব সময় আমাদের প্রার্থনায় থাকা উচিত, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা-গৌরব দান, আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য চাওয়া।

৭. "আমার স্মরণার্থে ইহা করিও"

নির্দিষ্ট বিশেষ এক উপায়ে যীশু চেয়েছেন যেন তার অনুসারীরা তাকে স্মরণ করেন। তিনি তার জন্মকে স্মরণ করতে বলেননি অথবা বিশ্রামবার দিন বা কোন বিশেষ ভোজের দিন স্মরণ করতে বলেননি। যীশু তার শিষ্যদের মধ্যে বসে শেষ আহারের সময় শিষ্যদেরকে রুটি ও দ্রাক্ষারস তুলে দিয়ে এই আজ্ঞাটি করেছিলেন যে "আমার স্মরণার্থে ইহা করিও" (১ম করিন্থীয় ১১:২৩-২৬; মথি ২৬:২৬-২৮; মার্ক ১৪:২২-২৫; লূক ২২:১৯-২০ পদেও এ ঘটনাটি আছে)। এই রুটি ও দ্রাক্ষারস হচ্ছে যথাক্রমে প্রভু যীশুর দেহ ও রক্তের প্রতীক, যা তিনি পাপীদের জন্য দান করেন। নিয়মিত এটি করার মধ্যে দিয়ে বিশ্বাসীরা বার বার স্মরণ করার সুযোগ পান যে বাপ্তিস্ম নেবার সময় তারা কি করেছিলেন। এ সময়ে তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর কর্তৃক তাদের পাপ ক্ষমা হওয়ার ক্ষেত্রে যীশুর জীবন ও মৃত্যুর সব ঘটনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাদের জন্য সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য বিশ্বাসীদের উচিত নিয়মিত ভাবে, কমপক্ষে সপ্তাহে একবার এটি অনুশীলন করা। প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীদের উদাহরণ নিলে দেখা যাবে তারা সপ্তাহের প্রথম দিন এটি করত (প্রেরিত ২০:৭)। তবে এটা স্পষ্ট বিষয় যে আমরা এই স্মরণ অনুষ্ঠানটি সপ্তাহে আরো বেশি বার কিংবা অন্যান্য দিনেও করতে পারি

(১ম করিন্থীয় ১১:২৬)। যীশু যেভাবে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আমাদেরকে বলেছেন সেটা স্মরণ করা আমাদের জন্য আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যারা 'একই মূল্যবান বিশ্বাসে বিশ্বাসী' কেবল তাদের সাথেই এই স্মরণার্থক অনুষ্ঠান সহভাগী করা যায়। পরিষ্কার ভাবে এটি বলা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র কোন চার্চে গিয়ে কিংবা কোন বিশ্বাসী দলের সাথে 'স্মরণার্থক' অনুষ্ঠান না করে বরং যারা প্রকৃত অর্থেই বাইবেলের শিক্ষা বোঝেন ও খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন তাদের সাথেই এই প্রভুর ভোজের সহভাগিতা করা উচিত। এই স্মরনার্থক অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র তাঁর মৃত্যুর বিভিন্ন বিষয়গুলি প্রতীকি ভাবে স্মরণ করা উচিত। যাদের এই একই ধরনের বিশ্বাস রয়েছে তাদের উচিত তাদের মত একই বিশ্বাস ধারণকারীদের সাথে যেকোন বিষয়ে সহভাগিতা করা (ইব্রীয় ১০:২৫)।

৮. বিবাহ, দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদি

বিবাহের ক্ষেত্রে, প্রকৃত শিষ্যদের উচিত এমন একজনের সাথে বিবাহ করা যার রয়েছে একই রকমের 'মূল্যবান বিশ্বাস'। প্রকৃত বিশ্বাসীরা কখনই ইচ্ছাকৃত ভাবে অবিশ্বাসীদের সাথে বিবাহ করতে পারে না (২য় করিন্থীয় ৬:১৪-১৮)। বাইবেলের সত্যের কাছাকাছি আসলেই যেকোন ব্যক্তি বিবাহিত হয়ে যায় এবং তার জীবন সঙ্গী তার সাথে থাকতে আনন্দিত হয়, আর এ জন্যেই তার উচিত তার সাথে আজীবন থাকা (১ম করিন্থীয় ৭:১০-১৬)। জীবন সঙ্গীর একজন আর একজনকে অবশ্যই উচিত প্রকৃত সত্য তার কাছে তুলে ধরা ও বোঝানোর জন্য নানা উৎসাহ ও উদাহরণ ব্যবহার করা। বিবাহ আসলে আমৃত্যু ভালোবাসার অঙ্গীকার। বিবাহের পর একজন মানুষ অবশ্যই তার মা ও বাবাকে পরিত্যাগ করবে ও স্ত্রীর সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলবে (মথি ১৯:৫-৬)। প্রকৃত বিশ্বাসীরা কখনই বিবাহ বিচ্ছেদ করে না। স্বামী অবশ্যই তার স্ত্রীকে ভালোবাসা দিবে এবং স্ত্রী স্বামীকে সম্মান করবে ও তার বাধ্য থাকবে (ইফিসীয় ৫:২২-৩৩)। মা-বাবার সন্তানেরা যখন আশীর্বাদ হিসাবে বিবেচিত হয় তখন তারা হয় "ঈশ্বরের অধিকার" (গীতসংহিতা ১২৭:৩) এবং মা-বাবার দায়িত্ব রয়েছে তাদেরকে "প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুল" (ইফিষীয় ৬:৪)।

একেবারে সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বর চেয়েছেন যেন, বিবাহ বন্ধনের বাইরে কোন দৈহিক সম্পর্ক না থাকে। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে দৈহিক সম্পর্ক থাকলে তাকে অবৈধ যৌন সম্পর্ক বা যৌন অপরাধ বলা হয় এবং কোন বিবাহিত/অবিবাহিত

নারী বা পুরুষ যদি অন্যের স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে কোন দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তাকে ব্যভিচার বলা হয়। গালাতীয় ৫:১৯-২১ পদে লোকেরা যে সব খারাপ কাজ করে তার একটা তালিকা পৌল দিয়েছেন। এর মধ্যে অবৈধ যৌন সম্পর্ক ও ব্যভিচারও রয়েছে। পৌল ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে এ সব কথা লিখেছেন যে "যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না" (২১ পদ)। একই ভাবে ঈশ্বর কখনই বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করেন না। ঈশ্বর যা বলতে চেয়েছেন সে বিষয়ে যীশু লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মথি ১৯:৩-৯ পদে এমন একটি উদাহরণ আছে। দয়া করে পদগুলি পড়ুন, বিশেষ ভাবে ৬ পদটি লক্ষ্য করুন।

৯. শেষের কিছু চিন্তা

খ্রীষ্টের সাথে নুতন জীবন 'এটা করতে পারবে না, ওটা করতে পারবে না' এমন কোন নেতিবাচক জীবন নয়, কিন্তু ঈশ্বর ও তার পুত্র যীশুর নামে ভালো কাজ করবার চেষ্টা নিয়ে এক ইতিবাচক জীবন থাকবে, এবং আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসবার জীবন থাকবে। আমরা যদি এ সব করতে পারি তবে ঈশ্বরকে ও আমাদের চারপাশের লোকদেরকে খুশী করতে পারব। এমন জীবন যাপন করতে পারলে আমরা সুন্দর শক্তিশালী এক চরিত্রের অধিকারী হব, যা শয়তানকে বা মন্দতাকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে এবং এই ভাবে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে অর্থপূর্ণ । বাইবেল পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলি আলোচনা করি নাই। আমাদেরকে বলা হয়েছে আমরা যেন, ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করি, ধন্যবাদ দেই, যেন সত্যের পথ চলায় দৃঢ় বা শক্ত থাকি, যেন সৌজন্য আচরণ করি, যেন দয়া-মায়া থাকে, যেন ক্ষমাশীল হই, যেন বিনয়ী হই। সর্বোপরি আমাদের মাঝে সেই বিশ্বাস থাকতে হবে যেন তা ঈশ্বরের উপর আস্থা ও বিশ্বস্ততা রাখতে পারে। ইব্রীয় ১১:৬ পদ বলে, "কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়, কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা"।

এবার শেষ কিছু কথা জানবার জন্য আমরা আবার গালাতীয় ৫ অধ্যায়ে ফিরে যাই। খারাপ বা মন্দ বিষয়ের পরে সেখানে ভালো কিছু বিষয়ের একটা তালিকা আছে। এ জন্য গালাতীয় ৫:২২-২৬ পদটি পড়ে ফেলুন।

আপনাকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে -

এই বাইবেল অধ্যয়নের পাঠগুলো শেষ করার পর, আপনি হয়ত এমন একজন মানুষের মত হবেন যিনি রাস্তার সন্ধি স্থলে দাঁড়িয়ে আছেন। যার একটি পথ আপনি জানেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যটি জীবনের পথে নেয়। যারা জীবনের পথে চলে, তারা সেই সব লোকদের সাথী হয় যারা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করেছেন ও খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন। পথ চলায় যীশুও তাদের সাথে সব সময় থাকেন। আপনিও কি তাদের সাথী হতে চান ? আপনি কি ঈশ্বরের গৌরবময় বাক্যে বিশ্বাস করতে চান ? আপনি ও কি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চান ? তাহলে মনে রাখুন যীশু কি বলেছেন - "যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে" (মার্ক ১৬:১৬)। ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন যেন আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

প্রশ্নাবলী ঃ পাঠ ১১

নতুন জীবন

১. কলসীয় ৩ অধ্যায় খুব মনোযোগ ও প্রার্থনা সহকারে গোটা অধ্যায়টি পড়লে কাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে ?

২. প্রায় কত হাজার বছর আগে ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের জন্য মোশীর মাধ্যমে কয়টি আজ্ঞা দিয়েছিলেন ?

৩. প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পুনরুত্থানের পর ও স্বর্গারোহণের আগে লোকদের সুসমাচার প্রচার করা ও তাঁকে বিশ্বাস করার পর কি গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন ?

৪. যীশুর অনুসারীরা বাইবেল পড়তে চাইবে-

ক) প্রতিদিন।
খ) শুধুমাত্র চার্চের উপসনায়।
গ) প্রতি রোববার।

৫. ঈশ্বর তাঁর সত্য বাক্য দ্বারাই আমাদেরকে কি হিসাবে গ্রহণ করেছেন ? এবং সেই বাক্যের দ্বারাই আমরা কি লাভ করেছি ?

৬. খ্রীষ্টের শিষ্যরা জগতের রাজনীতির সাথে- জড়িত হয় না এর কারণ কি ?

৭. প্রকৃত বিশ্বাসীরা কাদের সাথে সম্পৃক্ততা রাখতে পারেন ও প্রকৃত সহভাগিতা লাভ করতে পারেন ?

৮. একজন আসল বিশ্বাসীর করবার অনেক কিছুই আছে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কি ?

৯. সুসমাচার ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সুন্দরতম উপহার তার মাঝে কি রয়েছে ?

১০. এই জগতে সব থেকে সুখী মানুষ কারা ?

১১. থিষলনীকীর লোকেরা ভদ্র ছিল, সম্পূর্ণ আগ্রহ পূর্ব্বক বাক্য গ্রহণ করলেন কিন্তু প্রতিদিন কি পরীক্ষা করতে লাগিল ?

১২. তাদের প্রার্থনা করা প্রয়োজন-

ক) বৎসরে মাত্র একবার।

খ) প্রতি সপ্তাহে যখন কেবল চার্চে যায়।

গ) প্রতিদিন বেশ ক'বার।

১৩. যে সব নর নারী ঈশ্বরকে ভালবাসেন তারা অবশ্যই মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কার মাধ্যমে প্রার্থনা করবেন ?

১৪. এখন প্রার্থনা করার জন্য আমাদের আর তথা কথিত "সাধুদের" মাধ্যমে প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই এর কারণ কি ?

১৫. প্রভুর ভোজে রুটি ভাঙ্গার অর্থ-

ক) যীশু যেভাবে রুটি ও দ্রাক্ষারস দ্বারা প্রভুর ভোজ করে তা স্মরণ করতে বলেছেন।

খ) যীশুর দেহের আসল মাংস খাওয়া

১৬. কাদের সাথে প্রভুর ভোজের সহভাগিতা করা উচিত ?

১৭. যীশু নিজে কি তাঁর জন্মদিনকে স্মরণ করতে বলেছেন ?

১৮. "আমার স্মরণার্থে ইহা করিও" - যীশু এখানে কি প্রসঙ্গে বা কি করতে বলেছেন তাঁকে স্মরণ করবার জন্য ?

১৯. বিবাহের ক্ষেত্রে প্রকৃত শিষ্যদের কি করা উচিত ?

২০. বিশ্বাসীরা বিবাহ করলে তারা অবশ্যই-

ক) সঙ্গী মারা না যাওয়া পর্যন্ত নতুন বিবাহ করবে না বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবে না।

খ) দুজনে একমত হয়ে বিচ্ছেদ না ঘটানো পর্যন্ত বিবাহিত জীবন যাপন করবে।

গ) কোন একজন সঙ্গী অন্য আর একজনকে না চাওয়া পর্যন্ত বিবাহিত জীবন যাপন করবে।

২১. একজন ব্যক্তি যিনি বিশ্বাসী নয়, তাকে বিবাহ করা একজন খ্রীষ্ট অনুসারীর জন্য কেন ভুল হবে ?

২২. ইব্রীয় ১১:৬ পদ অনুযায়ী প্রীতির পাত্র হওয়ার জন্য কি প্রয়োজন ?

২৩. যুদ্ধের সময় আপনার উচিত-

ক) সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়া।

খ) যত দূর সম্ভব যুদ্ধের কাজে সাহায্য করা।

গ) ঈশ্বরের আইনের প্রতি বাধ্য থাকা ও যুদ্ধ সংঘর্ষে যেতে রাজী না হওয়া।

২৪. যখন নির্বাচন হয় তখন একজন খ্রীষ্টিয়ানের উচিত-

ক) দরিদ্র লোকদের রাজনৈতিক দলে ভোট দেওয়া।

খ) কারো পক্ষেই ভোট না দেওয়া।

গ) অন্যদেরকে বলা যে কিভাবে ভালো ভোট দেওয়া যায়।

২৫. কোন বিষয়টি জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক) একটি সঠিক চার্চ খুঁজে বের করা ও তাদের সাথে সংযুক্ত হওয়া।

খ) একজন খাঁটি বন্ধু খুঁজে পাওয়া ও জীবনের সব কিছু উপভোগ করা।

গ) প্রভু যীশুর একজন বাধ্য শিষ্য হয়ে জীবন যাপন করতে শেখা।

২৬. এমন একটি পদ মুখস্থ লিখুন যেটি দেখায় আমাদের শাসনকর্তা কিংবা কর্তৃপক্ষের প্রতি কি আচরণ করতে হবে?

২৭. আপনি মনে করেন ডাকযোগে এই কোর্স আপনাকে বাইবেল বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে ?

২৮. আপনার কোন প্রশ্ন আছে যেগুলি আপনি আমাদের কাছে করতে চান ?

২৯. আপনার এলাকায় হয়ত খ্রীষ্টাডেলফিয়ানদের সভা হয় । যদি হয়ে থাকে তবে কি আপনি তাদের সাথে যোগ দিতে চান ?